ভূমিকা

এ গবেষণা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বাংলা উপভাষাগুলির পর্যালোচনা। তাই মূল আলোচনার আগে প্রসঙ্গক্রমে ভাষা ও উপভাষার উপর সামান্য আলোকপাত করা দরকার।

বস্তুত, ভাষা বা তার যেকোন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় সকলেই ভাষার উপযোগিতা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে নিয়েছেন তাঁদের প্রাথমিক কৃত্য হিসেবে। ভাষার সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাষাবিদ নানাভাবে দিয়েছেন এবং ভাষার ব্যাপারটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। কিন্তু এক জায়গায় সকলেই একমত: ভাষাই মানুষের সঙ্গে পশু সমাজের মৌল পার্থক্য এনে দিয়েছে। ভাষা মানুষের মৌল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বটে। কারণ ভাষাকে আশ্রয় করেই মানুষের ভাবনা, চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন কর্মধারা প্রকাশ পাবার সুযোগ পায়। মানুষ যে মননশীল জীব, তা কেবল এই ভাষাকে আশ্রয় করেই। সুতরাং ভাষার বা সেইসূত্রে ভাষাসংক্রান্ত যে কোন আলোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Leonard Bloomfield বলেছেন: " Language plays a great part in our life, perhaps because of its familiarity we rarely observe it, taking it rather for granted, as we do breathing or walking."[১]

ভাষাবিজ্ঞানী Edgar H. Strutevant ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: "A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact." [২]

David Crystal স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: " The everyday use of this term involves several different senses,... At its most specific level, it may refer to the concrete act of speaking in a given situation— the notion of PAROLE or PERFORMANCE." [৩]

অধ্যাপক সুকুমার সেন ভাষার কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার আলোচনা সূত্রে সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: "মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।" [৪]

বিভিন্ন সংজ্ঞাকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোন বিশেষ জনসমাজে প্রচলিত ও ব্যবহৃত শব্দ সমষ্টিই ভাষা। ভাষাই সব রকমের ভাব প্রকাশের ও পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম। দেখা যায় এক একটি ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে এক একটি ভাষা-সম্প্রদায়। যারা বিশেষ একটি ভূখন্ডে আছে তারা সেই ভাষাকে কথ্যভাষা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে Bloomfield বলেছেন: "A group of people who use the same system of speech-signals is a speech community."[৫]

কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার, যখন আমরা কোন একটি ভাষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, তখন সে ভাষার নির্দিষ্ট একটি রূপের কথা ভাবতে চেষ্টা করি এবং সে রূপটি আবশ্যিকভাবেই সর্বজন গৃহীত, সর্বজন ব্যবহৃত কথ্য বা মৌখিক রূপ। যখন আমরা বলি বাংলা ভাষা, তখন স্বভাবতই তার একটি সর্বজন-গ্রাহ্য রূপের কথা বলি। অথচ, একথাও সত্য যে যখন একটি বিশেষ ভাষার কথ্য রূপকে আদর্শ বা standard বলে মনে করি, তার বাইরে থেকে যায় অসংখ্য কথ্য রূপ। পৃথিবীর সব মুখ্য ভাষার ক্ষেত্রেই এটি লক্ষ্য করা যায় এবং সে জন্য সব ভাষাতেই একটি standard colloquial বা চলিত মৌখিক ভাষারূপ সৃষ্ট হয়েছে যা সামাজিক যোগাযোগের এবং অন্যান্য ভাষাভিত্তিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। বাংলাভাষাতেও অনুরূপভাবে একটি standard colloquial বা চলিত কথ্যভাষা সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, চলিত মৌখিক বা কথ্যভাষার বাইরে একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অসংখ্য কথ্যভাষার অস্তিত্ব থাকে। সেগুলি আসলে এক একটি অঞ্চলে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষারূপ। এই আঞ্চলিক কথ্যভাষা কখনো ছোট ছোট ভাষা-সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, কখনো বা বৃহত্তর ভাষা-সম্প্রদায়ের দ্বারা। আবার কখনো কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার সমন্বয়ে একটি বৃহত্তর ভাষা-সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠে। এভাবেই একটি জনপদে বিভিন্ন অঞ্চলে এক একটি আঞ্চলিক ভাষা-রূপ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এসব আঞ্চলিক কথ্যভাষাকেই অভিহিত করা হয় উপভাষা হিসেবে। পৃথিবীর সব মুখ্য ভাষাতেই অসংখ্য উপভাষার অস্তিত্ব রয়েছে।

উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে: "A specific form of a given language, spoken in a certain locality of geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language, to be regarded as a different language." [৬]

David Crystal তাঁর 'A First Dictionary of Linguistics and Phonetics' গ্রন্থে বলেছেন, উপভাষা হচ্ছে: "A regionally or socially distinctive VARIETY of a language, identified by a particular set of WORDS and GRAMMATICAL STRUCTURES, spoken dialects are usually also associated with a distinctive pronunciation or ACCENT. Any LANGUAGE with a reasonably large number of speakers will develop dialects, especially if there are geographical barriers separating groups of people from each other, or if there are divisions of social class. One dialect may predominate as the official or STANDARD form of the language, and this is the variety which may come to be written down."

The distinction between 'dialect' and 'language' seems obvious: dialects are subdivisions of languages." [৭]

এর পাশাপাশি Petertrudgill-এর 'On Dialect' গ্রন্থটির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এই গ্রন্থে উপভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শুরুতেই তিনি বলেছেন: "This book consists of studies of different aspects of language variation. They are studies of dialect in its widest sense of social and regional varieties of language, together with their development, diffusion and evaluation." [৮]

সুকুমার সেন বলেছেন: "কোন ভাষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষাছাঁদকে উপভাষা (dialect) বলে।

ভাষা সম্প্রদায়ে লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলে সে ভাষার কোন উপভাষা পরিলক্ষিত হয় না, কেন না সকলের সঙ্গে সকলের বাগ্ ব্যবহারে কোন আড়াল থাকে না। তাই উপভাষায় কোন ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণ-দোষ অথবা ভুল প্রয়োগ টিকিতে পারে না। কিন্তু ভাষা-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা খুব বেশি হইলে উপভাষার উদ্ভব অনিবার্য। কেননা সকলের সহিত সকলের মিশিবার এবং বাগ্‌ব্যবহার করিবার সুযোগ থাকে না, লোকে স্বভাবতই ছোট ছোট দলে ও পৃথক পৃথক অঞ্চলে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাছাড়া বিশেষ বিশেষ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কিংবা আর্থিক অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং সেইহেতু পরস্পর মেলামেশার বেশি সুযোগ পায়, তাই তাহাদের গোষ্ঠীর অথবা অঞ্চলের ভাষায় উচ্চারণে ও শব্দ প্রয়োগে কিছু কিছু স্বতন্ত্রতা দেখা দিতে থাকে। এইভাবে ভাষা হইতে উপভাষার উৎপত্তি হয়।" [৯]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে এখন আমরা উপভাষার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারি।

ক. একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত কথ্যভাষা;
খ. একটি ভাষার বিশিষ্ট আঞ্চলিক ও সামাজিক রূপ, যারমধ্যে বিশেষ ধরণের শব্দ ও ব্যাকরণগত গঠন বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে;
গ. মূল ভাষার সংগে পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়;
ঘ. এটি হচ্ছে একটি ভাষার রূপ বৈচিত্র্য;

৬. এটি কোন একটি ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষাছাঁদ। এ প্রসঙ্গে Petertrudgill-এর মন্তব্য অনুসরণে আমরা বলতে পারি, উপভাষা বাহ্যত একটি অঞ্চলের বিশেষ ভাষা-সম্প্রদায়ের মৌখিক বা কথ্যভাষা। তার একটা ক্রমবিকাশের দিক থাকে। উপভাষার আলোচনায় আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলা উপভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি।

সংক্ষেপে বাংলাভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি রূপরেখা এখানে তুলে ধরছি।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্টীর ভারতাগমন ঘটে। তারও পূর্বে হয়তো তাদের এক বা একাধিক ধারা ভারতে উপনিবিষ্ট হয়ে আর্য সভ্যতার সূচনা করে। এমনও মনে করা হয় যে, প্রাগ্‌বৈদিক আর্যদের সর্বশেষ ধারার আগমনকালই হয়তো খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দ অথবা তৎ-পূর্ববর্তীকাল; তবে আর্যরা যে এককালে একটিমাত্র দল নিয়ে ভারতে আসেননি, তা নিশ্চিত। একাধিককালে ও ধারায় হয়তো বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী আর্যভাষাভাষী দল ভারতে উপনীত হয়েছিলেন, তবে তাঁদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্যবোধ ছিল। তাঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন, তাকে একালের ভাষা বিজ্ঞানীগণ নাম দিয়েছেন, "প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা"। এই ভাষাই কালবাহিত হয়ে রূপ থেকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহে বিবর্তিত হয়েছে--এরই একটি শাখা আমাদের বাংলাভাষা।

আর্য আগমনের পর হাজার বছরের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় কথ্যভাষা অনেকটাই বিবর্তিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আর্যভাষা যে রূপান্তর লাভ করে তাকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা নাম দিয়েছেন মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা। এরই প্রচলিত নাম 'প্রাকৃত'। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যে অসংখ্য ভাষাস্রোত নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন ধারায় পরিণত হয় তারই একটির ক্রমবিবর্তিত রূপ বাংলা। অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এটি পরিণতি লাভ করেছিল। পূর্বাঞ্চলে যে কথ্যভাষা প্রচলিত ছিল, পাণিনি তাকে 'প্রাচ্য' বলেছেন। মাগধী অপভ্রংশ/অবহট্টের প্রচলনকালে তার যে কথ্যরূপ প্রচলিত ছিল, তা থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল আনুমানিক খ্রীষ্ট্রীয় দশম শতকের দিকে। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন ও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁদের অনুসরণে অনেকেই অনুমান করেন যে, মাগধী অপভ্রংশ/অবহট্টের বিবর্তনেই পূর্বভারতীয় ভাষাগুলো তথা বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়ার উদ্ভব ঘটেছে।

বাংলা ভাষা নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ ভাষাবিদ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা বাংলাভাষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রাচীন, মধ্য এবং নব্য বা আধুনিক। তাঁদের মতে বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম থেকে মধ্য-চর্তুদশ শতাব্দ (৯০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। এই স্তরটিকে বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ডঃ সুকুমার সেন প্রাচীন বাংলার পনেরটি ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

মধ্যস্তরে বাংলা ভাষাকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়। আদিমধ্য ও অন্তমধ্য। আদিমধ্য বাংলার সময়সীমা আনুমানিক ১৩৫০-১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং অন্তমধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৬০১-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। মধ্য স্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন যথাক্রমে ৮টি এবং ১২ টি ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার নব্য বা আধুনিক স্তরের সূত্রপাত। ডঃ সেন আধুনিক বাংলা ভাষার মধ্যে ১১টি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন।

সাধারণভাবে বাংলা ভাষার এই ক্রমবিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখলে আমরা বুঝতে পারি বাংলা ভাষার কিভাবে বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু বাংলাভাষার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাংলার উপভাষা। লক্ষ্য করলে দেখবো বাংলার এক একটি অঞ্চলে এক একটি কথ্যরূপ গড়ে উঠেছে অথবা বলা যায় প্রচলিত থেকে গেছে। এই কথ্য ভাষাগুলি একত্রিতভাবে বাংলা ভাষারই আঞ্চলিক রূপ। এই কথ্য ভাষাগুলি এক একটি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে বিকাশ লাভ করে এসেছে। ঠিক কখন, কিভাবে বাংলাভাষার অন্তর্গত এই আঞ্চলিক ভাষাগুলি বা উপভাষাগুলি জন্ম নিয়েছিল তা নিশ্চতভাবে নির্ধারণ করা কঠিন কাজ বলে মনে হয়। তবু আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনের আলোচনা সামনে রেখে আমরা এ বিষয়ে কিছুটা অনুমান ভিত্তিক আলোচনা করতে পারি।

আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language (Vol-1, Rupa Edition) গ্রন্থে introduction--এর ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন: "A classification of the Bengali dialects is to be, in the first instance, from the stand-point of Modern Bengali." এর পরেই তিনি লিখেছেন: "In reconstructing the history of the dialects, what help can be obtained from the forms in Middle Bengali literature is to be taken, but the basis of dialectal division must be the living dialects themselves."

অর্থাৎ সুনীতিকুমার বাংলা উপভাষার প্রসঙ্গটিকে আধুনিক বাংলার সঙ্গে যুক্ত করতে চান এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তার পর্যালোচনা করতে চান। তাঁর অভিমত এই যে, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের আকৃতি থেকে বাংলা উপভাষার ইতিহাস পুণর্গঠন করা গেলেও মূলত living dialects থেকেই উপভাষার ধারণা গড়ে তুলতে হবে। তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে দু'শ বছরের পুরানো "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে উপভাষার আলোচনায় এই গ্রন্থটি থেকে অনেক মূল্যবান উপাদান পাওয়া যেতে পারে। তিনি আরো বলেছেন যে, বাংলা উপভাষার ক্ষেত্রে মৈথিলীর সঙ্গে অনেক মূল্যবান সাদৃশ্য রয়ে গেছে এবং এরই উপর ভিত্তি করে বাংলায় উপভাষাগুলি গড়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা হ'ল: "The dialects of Bengali have some important points of agreement with Maithilī, ... the speech of Aṇga (Bhāgalpur District south of the Ganges, and Santal Parganas---the 'chikā--chikī' area of Maithilī) and of Mithilā, tracts adjoint to Bengal proper, forming probably the basis on which the dialects of Bengali grew up in Bengal. From Aṇga, the Aryan speech (Māgadhī, Prakrit and Apabhraṅśa) seems to have passed down to Rāḍha, and crossed over the Ganges to Puṇḍra-vardhana or Varêndra, where the Aryan language might also have come overland from Mithilā. Along the Ganges, it spread from Aṇga, Puṇḍra and Rāḍha to Vaṇga. A wave of emigration and cultural influence from Mithilā joined forces with Varêndra, and later, perhaps, from Vaṇga, and the Māgadhī Apabhraṅśa was carried to North Bengal and Kāma-rūpa, and thence further east into the Assam Valley." [১০]

অনুরূপভাবে অধ্যাপক সুকুমার সেন বাংলা উপভাষা বিভাগ করতে গিয়ে "আধুনিক বাঙ্গালার" সঙ্গে যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনিও আধুনিক বাংলার স্তরটি সামনে রেখেই বাংলা উপভাষার প্রসঙ্গটি বিবেচনা করেছেন।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপভাষার চারটি প্রধান শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন।

"The dialects of Bengali fall into four main classes, agreeing with the four ancient divisions of the country: Rāḍha; Puṇḍra or Varêndra; Vaṇga; and Kāma-rūpa. Rāḍha and Varêndra, and to some extent Kāma-rūpa, have points of similarity which are absent in Vaṇga; and the extreme Eastern forms of the Vaṇga speech, in Sylhet, Kachar, Tippera, Noakhali and Chittagong, have developed some phonetic and morphological characteristics which are foreign to the other groups. A great deal of these have unquestionably an ethnic basis." [১১]

এরই সূত্র ধরে তিনি উপভাষার আলোচনাটি অনেক গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে উপরোক্ত চারটি উপভাষার সঙ্গে "class dialects" বা শ্রেণী উপভাষার প্রসঙ্গটিও জড়িত। তিনি বলেছেন:

"There were also class dialects, spoken by members of the same class or caste scattered over a large area. Ever since the beginning of her history, Bengal has been receiving settlements of people from the West, from Bihar, from the Benares and Gorakhpur side, from oudh, from the Panjab, from Gujarat, and from the south from Orissa, and even from the Dravidian lands. Sometimes these peoples were numerous enough to form self-contained communities, which stereotyped themselves into castes, thanks to the exclusiveness of medieval Hindu society; and when they became Bengali speakers, their speeches often came to retain certain peculiarities, and merited the name of 'class dialects." [১২]

এর পাশাপাশি সুকুমার সেনের অভিমত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে- "বাঙ্গালার প্রধান উপভাষা (আসলে উপভাষাগুচ্ছ) এই পাঁচটি ---রাঢ়ী (মধ্য-পশ্চিম বঙ্গের উপভাষা), ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপভাষা), বরেন্দ্রী (উত্তর বঙ্গের উপভাষা), বঙ্গালী (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা) এবং কামরূপী (উত্তর-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা)।" [১৩]

এরপরেই তাঁর মন্তব্য---" এগুলির কোনটিই একটি বিশেষ উপভাষা নয়, প্রত্যেকটি কতকগুলি ঘনিষ্ট আঞ্চলিক কথ্যভাষার সমষ্টি।" [১৪]

বস্তুত, আচার্য সুনীতিকুমার এবং অধ্যাপক সুকুমার সেন প্রাথমিক এবং স্থূলভাবে বাংলা উপভাষাগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে যথাক্রমে চার এবং পাঁচটি শাখায় ভাগ করেছেন।

দেখা যাচ্ছে উপভাষা সংখ্যার দিক থেকে তাঁদের মধ্যে মত-পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন, তা হচ্ছে, তাঁরা উভয়ই উপভাষার আলোচনাকে আধুনিক বাংলার আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই সূত্রেই তাঁরা এসব উপভাষার ভিতর থেকে একটি উপভাষাকে চলিত কথ্য বাংলা (standard colloquial Bengali) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন--" The speech of the upper classes in the Western part of the Delta and in Eastern Rāḍha gave the literary language to Bengal, and now the educated colloquial of this tract, especially of the cities of Nadiya and Calcutta, has become the standard one for Bengali, having come to the position which educated Southern English now occupies in Great Britain and Ireland." [১৫]

সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন--"রাঢ়ী উপভাষাগুচ্ছের কেন্দ্রীয় উপভাষা হইতে আধুনিক চলিত ভাষার উদ্ভব। এই উপভাষার মূল স্থান হইল নিম্ন দামোদর অঞ্চল হইতে ভাগীরথীর পূর্বতীরের অঞ্চল, অর্থাৎ হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান জেলার সদর মহকুমা (রায়না জামালপুর ও সদর থানা), এবং চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা, বারাকপুর মহকুমা এবং পূর্বাংশ বাদে বারাসত মহকুমা।" [১৬]

আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা কালক্রমে চলিত কথ্যভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এ বিষয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছে। উনিশ শতক থেকেই কলকাতা শুধুমাত্র বাণিজ্য নগরী হিসেবে গড়ে উঠেনি, গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতি নগরী হিসেবেও। প্রকৃত অর্থেই কলকাতা হয়ে উঠেছিল বাঙালীর সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র। তার কারণ হয়তো এই যে এই কলকাতাতেই সূত্রপাত হয়েছিল য়ুরোপীয় বিদ্যাচর্চার এবং তার ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল নব জাগরণ। তারই টানে কলকাতার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চবর্গের ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছিল। ত্রঁদের অনেকেই ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী অথবা জমিদার শ্রেণীর। ফলে, কলকাতার এরকম একটা অবস্থায় যে বিশিষ্ট মৌখিক বা কথ্যভাষার আদল গড়ে উঠেছিল সেই আদল থেকেই আধুনিককালে চলিত কথ্য বাংলার প্রচলন ঘটেছে। এই চলিত কথ্যভাষা একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত উপভাষা (privileged dialect) ।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, উপভাষাগুলি সব ভাষাতেই এক একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক আবহমন্ডলের দ্বারা পরিবৃত থাকে। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকতায় উপভাষাগুলি সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। উপভাষার ক্ষেত্রে তাই তার ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়। একথা বাংলা উপভাষাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ বাংলা উপভাষাগুলি অন্যান্য ভাষার উপভাষার মতোই এক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

এ আলোচনার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। উপভাষা যেহেতু প্রকৃতপক্ষে কথ্যভাষা, তাই তার মধ্যে এক বিশেষ ধরণের উচ্চারণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উচ্চারণের প্রসঙ্গ ও সমস্যা ধ্বনিবিজ্ঞানের বা ধ্বনিতত্ত্বের আওতায় পড়ে। একটি উপভাষার সঙ্গে আর একটি উপভাষার মৌল পার্থক্য ধ্বনিগত ও সেইসূত্রে উচ্চারণগত পার্থক্য ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য, তার সঙ্গে রূপতাত্ত্বিক পার্থক্যও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো।

উপভাষার বিশ্লেষণে ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলি বিশেষভাবে বিবেচ্য। সংক্ষেপে উপভাষা চর্চার রূপরেখাটি তুলে ধরছি।

ভারত উপমহাদেশে উপভাষা চর্চার সূত্রপাত হয় জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনের Linguistic Survey of India (১৯০৩) গ্রন্থাবলী প্রকাশের পর। উনিশ শতক থেকেই য়ুরোপে উপভাষা চর্চার সূত্রপাত হয়। কে.এ. স্মেলার লিখিত বাভেরীয় উপভাষার ওপর ব্যাকরণই এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। পরবর্তীকালে উপভাষাচর্চায় জার্মান উপভাষাতত্ত্ববিদ জর্জ ওয়েংকারের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি চল্লিশটি বাক্য প্রস্তুত করে জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলের স্কুলে শিক্ষকদের কাছে পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দরূপ সংগ্রহ। প্রথমে ৪০,৭৩৮ টি অঞ্চল নির্বাচিত হলেও পরে তার সংখ্যা হয় ৪৯, ৩৬৩ টি । Deutscher Sprechatlas প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে ১৮৭৬ সালে তাঁর কাজ শুরু হয়। ওয়েংকারের পর ফরাসী উপভাষাবিদ জে. গিলেঅঁ ফরাসী উপভাষা সংগ্রহে অগ্রসর হন। ১৯০২-১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় উপভাষার মানচিত্র Atlas Linguistic de-la France.

ইংল্যান্ডে উপভাষা গবেষণার পথিকৃত হলেন জোসেফ রাইট, এ.জে. এলিস ও ডাবলু স্কিট। এই উদ্দেশ্যে ১৯৭০ দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় ইংলিস ডায়ালেক্ট সোসাইটি। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় আমেরিকান ডায়লেক্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা সংগ্রহ ও মানচিত্র প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এক্ষেত্রে হ্যান্স করাট, র‍্যাঙেন মাকডেভিড, ই.রাগবি এ্যাটয়ুড, হ্যারল্ড বি.এ্যালেন প্রভৃতি উপভাষাতাত্ত্বিকের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনায় অনুষ্টিত ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসের সভায় ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে ভারতের ভাষা জরিপের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক কারণে প্রকল্পের কাজ প্রথম শুরু হয় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা সংগ্রহে ত্রয়ী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এরমধ্যে ছিল ষ্ট্যান্ডার্ড অনুবাদ, একটি অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার নমুনা সংগ্রহ এবং শব্দ ও বাক্যের তালিকা প্রণয়ন। ভাষা জরিপে স্থির করা হয় যে, ভাষার নমুনা সংগ্রহে ব্যবহৃত হবে 'প্যারাবেল অব দি প্রডিগাল সান' গল্পের পরিবর্তিত রূপ। এই উদ্দেশ্যে ২৩১টি জরিপযোগ্য এলাকা ও ৭৭৪ টি প্রাদেশিক ভাষা নির্বাচন করা হয়। ভাষা জরিপে প্রাথমিক তালিকা, নমুনা সংগ্রহ ও সম্পাদনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

গ্রীয়ারসনের পর ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ডাবলু ডাবলু হান্টারের সম্পাদনায় Statistical Accounts of Bengal এবং ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়।

আমাদের দেশে গ্রীয়ারসন উপভাষা চর্চায় যে পথের সন্ধান দেন, পরবর্তীকালে তাঁর সেই পথ অনুসরণ করে উপভাষাচর্চা সমৃদ্ধি লাভ করে এবং আজ অবধি ভাষাচর্চায় তা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে।

126790 6 OCT 1999 Bengal University Library

গ্রীয়ারসন যে কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু করেন, পরবর্তীকালে সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, শহীদুল্লাহ্ প্রমুখ ভাষাবিদ তা অনেক দূর প্রসারিত করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা প্রাথমিকভাবে বাংলা উপভাষার উদ্ভব ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বাংলা ভাষার সঙ্গে তার উপভাষাগুলির সম্পর্ক কি রকম এবং বাংলা ভাষার সামগ্রিক পরিচয় পাবার জন্য উপভাষাগুলির আলোচনা কেন গুরুত্বপূর্ণ।

নানা কারণে বাংলা উপভাষার আলোচনা মূল্যবান হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় যে, একটি বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে যেসব ভাষা-সম্প্রদায় বাস করেন তাঁরা তাঁদের কথ্য ভাষার বাইরে অন্য যে সব কথ্য ভাষা রয়ে গেছে তার খুব বেশি পরিচয় রাখেন না। এক্ষেত্রে উপভাষাগুলির সামগ্রিক রূপ যদি তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়, তাহলে তাঁরা বাংলার পূর্ণাঙ্গ রূপটি জানবার সুযোগ পেতে পারেন। এই প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই আমি এমন একটি গবেষণা কর্মে ব্রতী হয়েছি।

জর্জ গ্রীয়ারসন থেকে শুরু করে সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ভাষাবিদ ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বাংলা উপভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, পশ্চিমবঙ্গে অথবা বর্তমান বাংলাদেশে অনেক গবেষক আঞ্চলিক বা উপভাষা নিয়ে খন্ডিতভাবে গবেষণা করেছেন। এসব কাজের অনেকগুলি দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু আমার আলোচনার ধারা এ রকম কোন খন্ডিত আলোচনা নয়, আমি সামগ্রিকভাবেই অবিভক্ত বাংলায় প্রচলিত উপভাষাগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে চাই, যদিও এখানে সমস্ত উপভাষার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। স্বভাবতই চেষ্টা করেছি প্রত্যেক উপভাষার মূল লক্ষণগুলি এবং তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি তুলে ধরতে। আশাকরি তার ভিতর দিয়ে সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপভাষা তথা আঞ্চলিক রূপ তুলে ধরা সম্ভব হবে।

এই গবেষণার আলোচ্য বিষয় নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা উপভাষার পরিচয়: শ্রেণীবিভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমতের পর্যালোচনা: জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং পরেশচন্দ্র মজুমদার

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা উপভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলা উপভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলা উপভাষাসমূহের বিশিষ্ট শব্দভান্ডার

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাংলা উপভাষাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

উপসংহার

এই গবেষণার অধিতব্য বিষয়ের পুর্ণবিবেচনা ও সংস্থাপন উপভাষাগুলির ভবিষ্যৎ -চলিত কথ্য বাংলার প্রভাব রূপগত পরিবর্তন

এই গবেষণার শিরোনাম "বাংলা ভাষার উপভাষা শ্রেণীবিন্যাস এবং বিভিন্ন উপভাষার তুলনামূলক পর্যালোচনা"। উপরোক্ত অধ্যায়গুলির আলোচ্যবিষয় অবলম্বনে পরবর্তী অধ্যায়গুলি লিখিত হবে। এবং তার ভিতর দিয়ে এই গবেষণা গ্রন্থ উপস্থাপন করা হবে।

এই গবেষণা কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। এই গবেষণায় বাংলা উপভাষার একটি সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি মূলত তার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক আলোচনার ভিতর দিয়ে। এক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক উপভাষার আঞ্চলিক কথ্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক প্রকৃতি বিশ্লেষণের পরিবর্তে আচার্য সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেনের অনুসরণে গোষ্ঠীগতভাবে উপভাষাগুলির আলোচনা করেছি এবং এভাবেই তাদের মৌল প্রকৃতি ও প্রবণতার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মে অনুসৃত আলোচনা পদ্ধতি (methodology) সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। গবেষণামূলক আলোচনায় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করার রীতি প্রচলিত। প্রথমত, সম্পূর্ণ নতুন কোন তথ্য আবিষ্কারের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়ের মূল্যায়ন। দ্বিতীয়ত, কোন বিষয়ে যেসব আলোচনা বা গবেষণামূলক কাজ হয়ে গেছে তার পর্যালোচনা এবং তুলনামূলক আলোচনা। তৃতীয়ত, কোন একটি প্রতিষ্ঠিত তথ্য বা তত্ত্বকে ভ্রান্ত বা অসার রূপে প্রতিপন্ন করা।

আমার এ গবেষণার কাজে আমি দ্বিতীয় পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছি। উপভাষা সম্পর্কে বিশিষ্ট কয়েক জন ভাষাবিদকে নির্বাচন করে বাংলা উপভাষা সম্পর্কে তাঁদের আলোচনার পর্যালোচনা ও তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করাই আমার এ গবেষণাকর্মের মূল লক্ষ্য। তাই এ গবেষণাকর্মের বিচারে ও মূল্যায়নে আমার অনুসৃত এ গবেষণা পদ্ধতির (methodology) কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা বিধেয়।

বাংলা উপভাষা আমার আলোচ্য বিষয়। উপভাষাগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। তবে, শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বোক্ত পাঁচজন ভাষাবিদের কথা উল্লেখ করেছি, এক্ষেত্রেও তেমনি মূলত সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেনের আলোচনা থেকেই বাংলা উপভাষার এই ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ-রীতি অনুসরণ করেছি। প্রয়োজন বোধে আমার অভিমতও দিতে চেষ্টা করেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি নতুন কোন তথ্য বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হইনি। বাংলা উপভাষা তথা কথ্যভাষাকে সামনে রেখে গ্রীয়ারসন এবং তাঁর পরবর্তী বিশিষ্ট ভাষাবিদগণ যেভাবে উপভাষাগুলির শ্রেণীবিন্যাস ও ভাষাভিত্তিক প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন, আমি তার পর্যালোচনা করেছি মাত্র। প্রণালীতত্ত্ব হিসেবে তাই আমার কৃত্য।

আমার এই গবেষণাকর্মে যেসব উদাহরণ এবং শব্দভান্ডারের তালিকা দিয়েছি, তা অনেকাংশে পূর্বসূরী গবেষক বা ভাষাবিদদের আলোচনা থেকে গৃহীত হয়েছে। তবে, প্রয়োজন মতো, 'ক্ষেত্র সমীক্ষার' দ্বারা কোন কোন তথ্যের বা শব্দরূপের উচ্চারণের প্রামাণ্যতা যাচাই করে দেখেছি। সেসব ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করিনি। এদিক থেকে 'উপসংহার' শীর্ষক শেষ অধ্যায়টি উল্লেখযোগ্য। এই শেষ অধ্যায়ে আমি স্বাধীনভাবে এই গবেষণাকর্মের প্রস্তাবনা (proposition) ও দৃষ্টিভঙ্গী (perspective) সম্পর্কে আলোকপাত করবার সুযোগ পেয়েছি। আমার এই গবেষণাকর্মের আলোচনা পদ্ধতির বা অনুসৃত প্রণালীতত্ত্বের মূল কথা হল-- পূর্বাপরতাসূত্রে বাংলা উপভাষা সংক্রান্ত আলোচনার পর্যালোচনা করা। তার ইংগিত এই গবেষণাকর্মের শিরোনামের মধ্যেই রয়ে গেছে।

এখানে আরো একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই গবেষণাকর্মের অধ্যায়গুলিতে কোথাও কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কোন কোন তথ্যের বা বক্তব্যের। তার কারণ ঐসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে তা অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে।

সবশেষে আমার নিবেদন এই যে, এই ভূমিকা বর্তমান গবেষণাকর্মের প্রস্তাবনা (proposition) এবং একই সঙ্গে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী (perspective) হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনা এরই সূত্র ধরে বিবৃত হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ

(১) Leonard Bloomfield, Language, ch.1-এর 1.1, page 3,

Unwin University Books, London, reprinted 1969

(২) Edgar H. Strutevant, An Introduction to Linguistic Science, ch.1,

New Haven: Yale University Press, 1947

(৩) David Crystal, A First Dictionary of Linguistics and Phonetics, Page 202,

ANDRE DEVTSCH, London, First Published 1980

(৪) সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা, প্রথম

আনন্দ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৫

(৫) Leonard Bloomfield, Language, page 29, Unwin University Books, London,

Reprinted 1969

(৬) Pei, Merio A. and Gaynor, Frank: A Dictionary of Linguistics, London,

Peter Owen, 1970, page 56

(৭) David Crystal, A First Dictionary of Linguistics and Phonetics, ANDRE DEUTSCH,
London, Second edition 1983, page 110

(৮) Peter Trudgill, On Dialect, Basil Blackwell. Oxford, First edition 1983, page 1

(৯) সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ
সেপ্টেম্বর - ১৯৯৩ পৃষ্ঠা ১৮

(১০) Suniti Kumar Chatterjee, The Origin and Development of the Bengali Language,
London, 1970, page 136-137

(১১) তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৮
(১২) তদেব
(১৩) সুকুমার সেন, তদেব পৃষ্ঠা ১৪৮
(১৪) তদেব
(১৫) Suniti Kumar, ODBL, তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৯
(১৬) সুকুমার সেন, তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৮

মানচিত্র: (৪) দুই বাংলার (বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ) উপভাষার অবস্থান